আল্লাহ তা‘আলার নান্দনিক নাম ও গুণসমগ্র: কিছু আদর্শিক নীতিমালা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর নাম বিষয়ক নীতিমালা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

তৃতীয় মূলনীতি: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ যদি এমন গুণের নির্দেশকারী হয় যা মাখলুককেও স্পর্শকারী, তবে তিনটি বিষয়কে শামিল করবে

প্রথমত: ওই নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: নামটি যে গুণকে শামিল করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

তৃতীয়ত: উক্ত গুণের যে হুকুম ও দাবি রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়া।

এ কারণেই ডাকাতরা যদি তাওবা করে তবে তাদের বেলায় শরীয়তের বিধিবদ্ধ শাস্তি ‘হদ’ মওকুফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদ আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং দলিল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤ ﴾ [المائدة: ٣٤]

কিন্তু হ্যাঁ তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবা করে নেয়, তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (আল মায়েদা: ৫: ৩৪)

কেননা এ দুটি নাম (ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু) এর দাবি হলো, আল্লাহ তা‘আলা নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং হদ রহিত করে তাদের প্রতি করুণ করেছেন।

এর উদাহরণ: السميع ‘সর্বশ্রোতা’ এটি একদিকে ‘আস-সামী‘উ’ নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে। অন্যটি তা السمع ‘শ্রবণশক্তি’ কে আল্লাহর গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে। এবং শ্রবণের যে হুকুম ও দাবি তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা গোপন কথা ও নিভৃতে পরিচালিত কথাও শোনেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ١ ﴾ [المجادلة: ١]

আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (আল মুজাদালা: ১)

আর যদি আল্লাহর নাম এমন গুণকে নির্দেশকারী হয় যা আল্লাহ তা‘আলার সত্তায় সীমিত থাকে, তবে তা দুটি বিষয়কে শামিল করে:

প্রথমত: ওই নামটি আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: ওই নামটি যে গুণকে ধারণ করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

এর উদাহরণ: الحي ‘চিরঞ্জীব’ এটি একদিকে ‘আল হাইউ’ শব্দটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করছে। অন্যদিকে ‘আল হায়াত’ তথা ‘জীবন’- কে আল্লাহ তা‘আলার একটি গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10360

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন